সহস্রাব্দের দ্বিতীয় বছরে মানবজাতি, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

এ বছর সুইজারল্যান্ড ও তিমুর-লিস্তে (পূর্ব তিমুর) জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করায় সংস্থাটির সর্বজনীনতা আরো তীব্রভাবে প্রতীয়মান হয়। তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশকিছু পুরনো জটিল রাজনৈতিক সমস্যা ও তার ওপর বিশ্বের বিরাট অংশে অব্যাহত দারিদ্র, পরিবেশ দূষণ, এইড্স মহামারী ও মানবাধিকার লংঘনের ফলে সৃষ্ট বিশ্ব-পরিস্থিতিতে তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ইরাকে যুদ্ধের আশংকা, ফিলিস্তিনীদের সমস্যা এবং অনিশ্চিত বিশ্ব অর্থনীতি মানবজাতির সামনে ক্রমবর্দ্ধমান চ্যালেঞ্জ হিসেবেই আর্বিভূত হয়। বিশ্ব শান্তি ও অগ্রগতি এবং বিশ্ববাসীর দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য জাতিসংঘই যেহেতু একমাত্র ভরসা, সুতরাং বর্তমান অবস্থায় একে আরো শক্তিশালী, যুগোপযোগী ও সক্রিয় করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। গতি ও পরিবর্তন বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যে অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে তাকে মানবকল্যাণে কাজে লাগিয়ে একটি উন্নততর ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব অবশ্যই গঠন করতে হবে। এ কাজে জাতিসংঘ সর্বদাই ক্যাটালিস্টের ভূমিকা গ্রহণ করবে।

এজন্য আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংহতি ও সহযোগিতা। জাতিসংঘ মহাসচিবের অনবদ্য ভাষায় : কোনো দেশের পক্ষে এককভাবে এর সকল সম্পদ আহরণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

সংহতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন সাধন ও দারিদ্র মোচনে জাতিসংঘ তথা বিশ্ব সম্প্রদায়ের অবশ্যই করণীয় রয়েছে। কেননা, দু'বছর আগে জাতিসংঘে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সালের মধ্যে এসব সমস্যা সমাধানকল্পে পরিমাণযোগ্য আটটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে। আর এ বছর সেপ্টেম্বর

পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখার জন্য ক্লিক করুন